

## Chittagong Hill Tracts Commission

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের ওরাছড়ি গ্রামে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য দ্বারা এক মারমা  
কিশোরী ধর্ষণ ও অপরজনের শ্রীলতাহানি করার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ  
এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি।

২৫ জানুয়ারি ২০১৮। গত ২২ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের ওরাছড়ি গ্রামে  
দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার সময় সন্ত্রাসী খোঁজার অজুহাতে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা মারমা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির  
বাড়ীতে প্রবেশ করে তার এক কিশোরী (১৭) কন্যাকে ধর্ষণ ও আরেক কন্যার (১৪) শ্রীলতাহানি করা হয়েছে বলে  
অভিযোগ পাওয়া গেছে [সূত্র: ডেইলি নিউ এজ]। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তার নামে সাধারণ মানুষের বাড়ীঘরে বিনা ওয়ারেন্টে  
তল্লাশী করা এবং সেই সুযোগে পাহাড়ি নারীদের ওপর শ্রীলতাহানি ও ধর্ষণের ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গভীর উদ্বেগ  
প্রকাশ করছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার ও পত্রিকাসূত্রে জানা যায়, নিরাপত্তাবাহিনীর একদল সদস্য ঘটনার সময় সন্ত্রাসী খোঁজার কথা বলে  
বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাবা-মাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। পরে নিরাপত্তাবাহিনীর এক সদস্য এক বোনকে ধর্ষণ  
করে যার পরনে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ছিল বলে ভুক্তভোগী জানায় [সূত্র: ডেইলি নিউ এজ]। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন এ  
ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানাচ্ছে।

এ ঘটনার মাত্র একদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনিসেফের  
সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিপি) এর আওতায়  
৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, বর্তমান সরকার পাহাড়ের উন্নয়ন ও শান্তির জন্য কাজ করে  
যাচ্ছে। পাহাড় থেকে আড়াইশ'র মতো সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেখানকার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বর্ডার  
গার্ডের (বিজিবি) বিওপি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। তাই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য  
সেখানকার মানুষদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান। অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই  
উদাত্ত আহ্বানের পরে চব্বিশ ঘন্টা না পেরোতেই নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য দ্বারা মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের শিকার হতে  
হয়েছে। এ ঘটনা থেকে এটি আরেকবার স্পষ্ট হল যে, এত নিশ্চিন্দ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও পাহাড়িরা অনিরাপদ থাকেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে, ২০ বছর আগে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির দ্রুত পূর্ণবাস্তবায়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের  
নিরাপত্তা ও স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য সেখানে বে-সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল  
করতে হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং পাহাড়ে শান্তি বিঘ্নিত করতে যারা অপতৎপরতায় লিপ্ত  
হয় তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে।

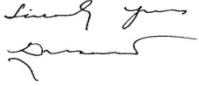
**Co-Chairpersons:**  
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou

**Members:**  
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie  
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum  
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal  
Khushi Kabir, Myra Cunningham Kain,  
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

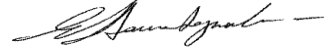
## Chittagong Hill Tracts Commission

বিলাইছড়ির ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি সে যে সংস্থারই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সরকারের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন জোর আহ্বান জানাচ্ছে। একইসাথে কমিশন ভুক্তভোগী কিশোরীদের যথাযথ চিকিৎসা, তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ,



সুলতানা কামাল  
কো-চেয়ারপার্সন  
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন



এলসা স্টামাতোপৌলৌ  
কো-চেয়ারপার্সন  
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন

সদস্য: ড. স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, মিনা কানিংহাম কেইন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

উপদেষ্টা: ইয়েনেকি এরঞ্জ, টম এক্সিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।